দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 FEB 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

চট্টগ্রাম ভার্সিটির প্রথম সমাবর্তনে চ্যান্সেলরের ভাষণ

শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নে গতি আনতে পারে ঃ খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ৬ ফেব্রুয়ারী।–প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এবং শিক্ষিতের সংখ্যা কম হওয়ায় জাতি পিছিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা সকলেই দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। তাই দারিদ্র্য শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে আমাদের শিক্ষিতের হার বাড়ানো জরুরী। শিক্ষাই একমাত্র জাতীয় উন্নয়নকে পরিপূর্ণ গতিশীল করতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া আজ দুপুরে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নীল গাউন পরে সমাবর্তন মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৮ থেকে ১৯৮২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ৭২ হাজার ছাত্র–ছাত্রীকে সনদ প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নশীল একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে মনোযোগ দিয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বেগম জিয়া বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে শিক্ষার প্রসার ঘটলে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। আমাদের সম্ভাবনার সকল দিক প্রস্ফুটিত হবে। আমরা যদি সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তত একযুগ নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারি তাহলে এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যদি দেশের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেই, দেশপ্রেম ও জাতীয়বাদে উদ্বুদ্ধ হই তাহলে দেশের কাংখিত অগ্রগতি অর্জনে আমরা সক্ষম হবো।

বেগম জিয়া বলেন, শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার হার কম থাকায় আমরা পিছনে পড়ে আছি। দারিদ্র্য, কুসংস্কার শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছি আমরা সবাই। দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার অবসানে তাই আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়েছে। একমাত্র শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নে আনতে পারে গতিশীলতা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতিষ্ঠার আজ প্রায় সাতাশ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারো আউলিয়ার পবিত্র ভূমি এই চট্টগ্রাম। এই চট্টগ্রাম থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেয়া হয়েছিল। যার ফলে আমরা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নে গতি আনতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশের নাগরিক। চট্টগ্রাম আমাদের প্রধান বন্দর নগরী। ব্যবসা–বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। সেদিক থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব রয়েছে।

বেগম জিয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষত শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের প্রতি যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রয়েছে আপনাদের গৌরবোজ্জল ভূমিকা।

তিনি বলেন, ছাত্র–ছাত্রীদের স্মরণ রাখতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণই তাদের প্রধান কাজ। শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্মই শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মূল দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সনদপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা দেশের মেধাবী সন্তান। শিক্ষা জীবন শেষ করে আপনারা কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। আপনাদের কাছে জাতির অনেক প্রত্যাশা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আপনাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। দেশে পুনপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী স্বাগত ভাষণ দেন। সমাবর্তন বক্তৃতা দেন সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল করিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রো–ভিসি অধ্যাপক বদিউল আলম।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী, ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে সকাল ১১টায় সমাবর্তন শোভাযাত্রা শুরু হয়। মাননীয় চ্যান্সেলর বেলা বারটায় সুবিশাল বর্ণাঢ্য সমাবর্তন প্যান্ডেলে আগমন করেন। এ সময় দেশাত্মবোধক আবহ সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হতে থাকে পাহাড়ী ক্যাম্পাসে। চ্যান্সেলর মঞ্চে উঠার পর জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ হয় সোয়া বারোটায়।

পরে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সমাজ বিজ্ঞান, আইনসহ বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীনগণ নিজ নিজ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদানের জন্য চ্যান্সেলর সমীপে উপস্থাপন করেন। চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি প্রাপ্তদের সনদ প্রদানের মাধ্যমে সনদ প্রদান শুরু করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সময় রচনা প্রতিযোগিতায় চ্যান্সেলরের স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন। পিএইচডি প্রাপ্তদের মধ্যে ডঃ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ও ডঃ মিজানুর রহমানসহ সতের জন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষাবিদ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পদক গ্রহণ করেন।